বাংলাদেশে সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস)

www.crvs.gov.bd

একটি একক আইডি-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নাগরিকের জীবন-প্রবাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ তথ্য-উপাত্ত আকারে সংরক্ষণ এবং এর ভিত্তিতে সরকারের সকল সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) উদ্যোগের সূত্রপাত। বৈশ্বিক লক্ষ্য 'Get everyone in the picture'- বাস্তবায়নের নিমিত্ত রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককেই চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তথ্যাদি যেমন: জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (as it occurs) নিবন্ধিত করা (civil registry) এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সকল ধরণের পরিসংখ্যান (vital statistics) তৈরি করার নিয়মিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়াই হল সিআরভিএস। জাতিসংঘের মতে Civil Registration হল –"continuous, permanent, compulsory, and universal recording of the occurrence and characteristics of vital events (e.g. live births, deaths, fetal deaths, adoptions, marriages, and divorce) and other civil status events pertaining to the population as provided by decree, law or regulation, in accordance with the legal requirements in each country." এবং Vital Statistics হল –"... the total process of (a) collecting information by civil registration or enumeration on the frequency or occurrence of specified and defined vital events, as well as relevant characteristics of the events themselves and the person or persons concerned, and (b) compiling, processing, analyzing, evaluating, presenting and disseminating these data in statistical form."

বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা (প্রধানত স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়) পৃথক পৃথক ভাবে বহু আগে থেকেই civil registration এবং vital statistics কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। এসকল কার্যক্রমে দ্বৈততা, অসামঞ্জস্য এবং কখনো কখনো বৈপরিত্য দেখা যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমন্বিত ও কার্যকর সিআরভিএস ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলমান। বাংলাদেশে সিআরভিএস ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন (Comprehensive Assessment) অনুষ্ঠিত হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালেরই সেপ্টেম্বর মাসে সিআরভিএস বাস্তবায়ন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশে সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। ২০১৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সিআরভিএস সচিবালয় (CRVS Secretariat) গঠিত হয়। বর্তমানে এই স্টিয়ারিং কমিটির নির্দেশনায় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহায়তায় সিআরভিএস সচিবালয় বাংলাদেশে সিআরভিএস বাস্তবায়ন করছে।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জন্ম (birth), মৃত্যু (death), মৃত্যুর কারণ (cause of death), বিবাহ (marriage), তালাক (divorce), এবং দত্তক (adoption) এ ছয়টি বিষয়কে সিআরভিএস-এর অর্ন্তভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশে সিআরভিএস বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্ণিত ছয়টি বিষয়সহ জনগণের স্থানান্তর (in-migration and out-migration), শিক্ষাকে (education) অর্ন্তভুক্ত করে সিআরভিএস-কে জনগণের সেবাপ্রদান (service delivery) প্রক্রিয়া বিশেষত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের সাথে সংযুক্ত করা হবে। এর মাধ্যমে একটি সমন্বিত সেবাপ্রদান ব্যবস্থাপনা (Integrated Service Delivery Platform-ISDP) গড়ে তোলা হবে। এজন্য, বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন আইডি ব্যবস্থা যথা জন্ম নিবন্ধন (Birth Registration Number-BRN), জাতীয় পরিচয়পত্র (National ID-NID) এর সাথে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে (primary healthcare) সমন্বিত করে একটি একক আইডি (unique ID) প্রদান করা হবে। এই একক আইডি-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তিসহ শিক্ষা ব্যবস্থায় স্টুডেন্ট আইডি (Student ID -SID) প্রবর্তন করা হবে যা শিক্ষা সকল পর্যায়ে ব্যবহৃত হবে। পরবর্তীতে এই একক আইডি জনগণ অন্যান্য সেবাগ্রহণে ব্যবহার করবে। সেজন্য বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের এই মডেল এখন 'সিআরভিএস ++' নামে সমধিক পরিচিত।

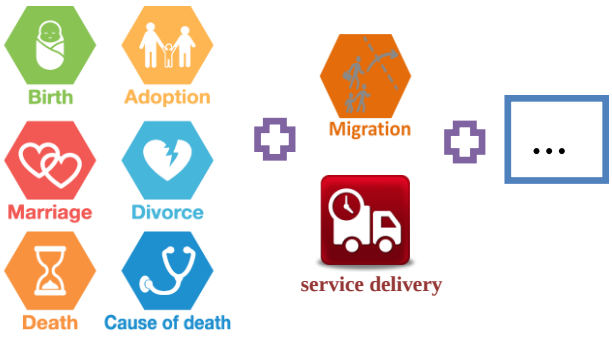

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন আইডিগুলির মধ্যে সমন্বয়ের সম্ভাব্য সমাধান

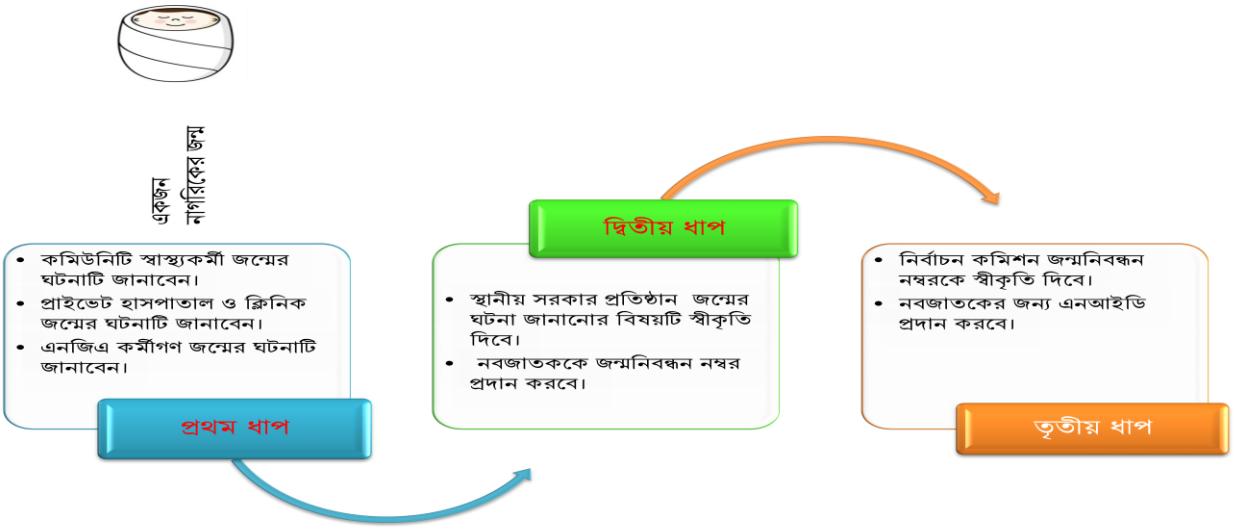

সমন্বিত সেবাপ্রদান ব্যবস্থাপনা মডেল